ইতিহাস
দশম শ্রেণি

অধ্যায় : বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ

1. ব্রিটিশ শাসনকালে ছাপাখানার বিস্তারিত শিক্ষা প্রসারে কী ভূমিকা নিয়েছিল?

উঃ ঊনবিংশ শতকে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। 1872 খ্রিঃ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল। বিদ্যাসাগরের পূর্বে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ করে শিক্ষার বিস্তারে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া ''বটতলা সাহিত্য'' এর প্রকাশকরা যেমন বিশেশ্বর দেব, ভবানীচরণ ব্যানার্জী প্রমুখরা বিভিন্ন সাহিত্য রচনা করেছিলেন। ক্রমে হিন্দুস্থানী প্রেস (1802), পার্সিয়ান প্রেস (1805), সংস্কৃত প্রেস (1807) বহু বাংলা অনুবাদ ও বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত বই প্রকাশ করেছিল। কম খরচে বা বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুস্তক তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে Calcutta School Book Society (1817), Calcutta School Society (1818) স্থাপিত হয়েছিল।

ছাপাখানা শিশুশিক্ষার অগ্রগতি ঘটায়। মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা', বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', রামসুন্দর বসাকের ''বাল্য শিক্ষা'', প্রাণলাল চক্রবর্তীর ''অঙ্কবোধ'' উল্লেখযোগ্য পুস্তক ছিল।

2. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বিদেশি শিক্ষা বর্জন করা হয়েছিল। সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে 1905-এ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 1906 সালে 92 জন সদস্য নিয়ে ''জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'' গঠিত হয়। এর সভাপতি হন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা দান করা, নৈতিক শিক্ষা দান করা, মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা। এখানে এক গোষ্ঠী মনে করেছিল দেশের সবধরনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এতে ছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জী, সতীশ মুখ্যার্জী, হীরেন দত্ত প্রমুখরা। অপর গোষ্ঠী মনে করেছিল শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। এই দলে ছিলেন তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখরা।

3. ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা কেমন ছিল?

উঃ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বে চালু থাকা শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক চরিত্রের ছিল। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার ভয়, শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা ছিল। সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন কারণে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরেছেন।

১) **পদ্ধতিগত ত্রুটি :** স্কুলজীবনে শিক্ষকমহাশয়দের শিক্ষাদান পদ্ধতি কবিগুরুর মনঃপূত ছিল না। তাঁর মতে বিদ্যালয় কারখানার মতো, শিক্ষার্থীরা যন্ত্র, যন্ত্রাংশ এবং শিক্ষকগণ কারখানার অংশ। সকালে ১০টা ৩০ মিনিটে ঘণ্টা পড়ার মধ্য দিয়ে কারখানা খোলে, আবার বিকেল ৪ টার ঘণ্টা পড়ার মধ্য দিয়ে কারখানা বন্ধ হয়।

২) **চিন্তা বিকাশের অন্তরায় :** রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটবে, সে মূল্যায়ণে সমর্থ হবে। মনের বিকাশের সঙ্গে সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হবে, পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হবে শিশু। একারণে সমালোচনা করে লেখেন ''তোতাকাহিনি''।

৩) **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অবহেলিত :** রবীন্দ্ররচনাবলীর ১৪ নং খন্ডে শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ''আমরা ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়েই চলেছি, যেখানে আদর্শসকল দৃশ্যমান। এই শিক্ষা দেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিকে অবহেলা করেই চলেছে।

মূল্যায়ণ : তিনি মনে করতেন শিশু শিক্ষায় নিজেকে যুক্ত করবে, মিশে যাবে, সিদ্ধান্ত নেবে, নিজের কাজ বুঝতে শিখবে, ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়াবে। এই চিন্তাধারা থেকে কবিগুরু নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়ণ করেন এবং ''শান্তিনিকেতন'' বা ''বিশ্বভারতী'' গড়ে তোলেন।